জুলফিকার

১

মার্চের—সুর

দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামি লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল॥

গাজি মুস্তাফা কামালের সাথে
জেগেছে তুর্কি সুর্খ-তাজ,
রেজা পহলবি সাথে জাগিয়াছে
বিরান মুলুক ইরানও আজ,
গোলামি বিসরি' জেগেছে মিসরি,
জগলুল সাথে প্রাণ-মাতাল॥

ভুলি গ্লানি লাজ জেগেছে হেজাজ
নেজদ আরবে ইবনে সউদ,
আমানুল্লার পরশে জেগেছে
কাবুলে নবীন আল-মাহমুদ,
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজ
বন্দি করিম রীফ-কামাল॥

জাগে ফয়সল ইরাক আজমে,
জাগে নব হারুন-আল-রশিদ,
জাগে বয়তুল মোকাদ্দস রে,
জাগে শাম দেখ টুটিয়া নিদ,
জাগে না কো শুধু হিন্দের
দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল॥

মোরা আসহাব কাহাফের মতো
হাজারো বছর শুধু ঘুমাই,

আমাদের কেহ ছিল বাদশাহ
কোন কালে, তারি করি বড়াই,
জাগি যদি মোরা, দুনিয়া আবার
কাঁপিবে চরণে টালমাটাল॥

২

খাম্বাজ—কার্ফা

কোথায় তখত তাউস,
কোথায় সে বাদশাহি।
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম
ফরিয়াদ য়্যা এলাহি॥

কোথায় সে বীর খালেদ,
কোথায় তারেক মুসা,
নাহি সে হজরত আলি,
সে জুলফিকার নাহি॥

নাহি সে উমর খাত্তাব,
নাহি সে ইসলামি জোশ,
করিল জয় যে দুনিয়া,
আজ নাহি সে সিপাহি॥

হাসান হোসেন সে কোথায়,
কোথায় বীর শহিদান —
কোরবানি দিতে আপনায়
আল্লার মুখ চাহি॥

কোথায় সে তেজ ঈমান,
কোথায় সে শান শওকত,
তকদিরে নাই সে মাহতাব,
আছে পড়ে শুধু সিয়াহি॥

৩

কাফি—কার্ফা

খুশি লয়ে খোশরোজের
আয় খেয়ালি খোশ-নসিব।
জ্বাল দেয়ালি শবেরাতের,
জ্বাল রে তাজা প্রাণ-প্রদীপ॥

আন্ নয়া দীনি ফরমান
দরাজ দিলের দৃপ্ত গান,
প্রাণ পেয়ে আজ গোরস্থান
তোর ডাকে জাগুক নকিব॥

আন্ মহিমা হজরতের
শক্তি আন্ শেরে খোদার,
কোরবানি আন্ কারবালার
আন্ রহম মা ফাতেমার।
আন্ উমরের শৌর্য বল,
সিদ্দিকের আন্ সাচ্চা মন,
হাসান হোসেনের সে ত্যাগ,
শহিদানের মৃত্যু-পণ।
খোদার হবিব শেষ নবি,
তুই হবি নবির হবিব॥

খোৎবা পড়বি মসজিদে
তুই খতিব নূতন ভাষায়,
শুষ্ক মালঞ্চের বুকে
ফুল ফুটাবি তোর হাওয়ায়,
এসমে-আজম এনে মৃত
মুসলিমে তুই কর সঞ্জীব॥

৪

ভৈরবী—কার্ফা

জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান॥

যাহার তকবির ধ্বনি
তকদির বদলালো দুনিয়ার,
না-ফরমানির জামানায়
আনিল ফরমান খোদার,
পড়িয়া বিরান আজি সে বুলবুলিস্তান॥

নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের,
উমরের নাহি সে ত্যাগ আর,
নাহি সে বেলালের ঈমান,
নাহি আলির জুলফিকার,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি বীর শহিদান॥

নাহি আর বাজুতে কুওত
নাহি খালেদ মুসা তারেক,
নাহি বাদশাহি তখত তাউস,
ফকীর আজ দুর্নিয়ার মালিক,
ইসলাম কেতাবে শুধু মুসলিম গোরস্থান॥

৫

মর্সিয়া জয়জয়ন্তী মিশ্র—সাদ্রা

মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়॥

কাঁদিয়া জয়নাল আবেদিন বেহুঁশ হল কারবালায়।
বেহেশ্‌তে লুটিয়া কাঁদে আলি ও মা ফাতেমায়॥

আজও শুনি কাঁদে যেন কুল মুলুক আসমান জমিন।
ঝরে মেঘে খুন লালে-লাল শোক-মরু সাহারায়॥

কাশেমের লাশ লয়ে কাঁদে বিবি সকিনা।
আসগরের ঐ কচি বুকে তীর দেখে কাঁদে খোদায়॥

কাঁদে বিশ্বের মুসলিম আজি, গাহে তারি মর্সিয়া।
ঝরে হাজার বছর ধরে অশ্রু তারি শোকে হায়॥

৬

পিলু–খাম্বাজ—দাদরা

শহীদি ঈদগাহে দেখ আজ জমায়ত ভারি।
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামি ফরমান জারি॥
তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ মোরক্কো ইরাক,
হাতে হাত মিলিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে সারি সারি॥

ছিল বেহুঁশ যারা আঁসু ও আফসোস লয়ে,
চাহে ফিরদৌস তারা জেগেছে নও জোশ লয়ে।
তুইও আয় এই জমা'তে ভুলে যা দুনিয়াদারি॥

ছিল জিন্দানে যারা আজকে তারা জিন্দা হয়ে
ছোটে ময়দানে দারাজ–দিল আজি শমশের লয়ে।
তকদির বদলেছে আজ উঠিছে তকবীর তারি॥

৭

পিলু—কার্ফা

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশির ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন আসমানি তাকিদ॥

তোর সোনাদানা বালাখানা
সব রাহে লিল্লাহ
দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ
ভাঙাইতে নিঁদ॥

তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন
সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজি মুসলিম হয়েছে শহিদ॥

আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত-দুশমন
হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল
ইসলামে মুরিদ।

যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা
নিত্-উপবাসী
সেই গরীব এতিম মিসকিনে দে
যা কিছু মফিদ॥

ঢাল হৃদয়ের তোর তশতরিতে
শিরণি তৌহিদের,
তোর দাওত কবুল করবেন হজরত,
হয় মনে উমিদ॥

তোরে মারল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে
ইঁট পাথর যারা
সেই পাথর দিয়ে তোল রে গড়ে
প্রেমেরি মসজিদ॥

৮

মান্দ—কার্ফা

তোমারি মহিমা সব বিশ্বপালক করতার।
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার।
বিশ্বপালক করতার॥

রোজ-হাশরের বিচার-দিনে
তুমিই মালিক এয় খোদা,
আরাধনা করি প্রভু,
আমরা কেবলি তোমার।
বিশ্বপালক করতার॥

সহায় যাচি তোমারি নাথ,
দেখাও মোদের সরল পথ,
তাদের পথে চালাও খোদা
বিলাও যাদের পুরস্কার।
বিশ্বপালক করতার॥

অবিশ্বাসী ধর্মহারা যাহারা সে প্রান্ত-পথ,
চালায়ো না তাদের পথে,
এই চাহি পরওয়ারদেগার।
বিশ্বপালক করতার॥

৯

পাহাড়ী—কার্ফা

সাহারাতে ফুটল রে
রঙিন গুলে-লালা।
সেই ফুলেরই খোশবুতে
আজ দুনিয়া মাতোয়ালা॥

সে ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি
চাঁদ-সুরুয গ্রহ-তারায়,
ঝুঁকে পড়ে চুমে সে ফুল
নীল গগন নিরালা॥

সেই ফুলেরই রওশনিতে
আরশ কুর্শি রওশন,
সেই ফুলেরই রং লেগে
আজ ত্রিভুবন উজালা॥

সেই ফুলেরই গুলিস্তানে
আসে লাখো পাখি,
সে ফুলেরে ধরতে বুকে দোলে রে ডাল-পালা॥

চাহে সে ফুল জিন্ ও ইনসান
হুর পরি ফেরেশতায়,
ফকির দরবেশ বাদশা চাহে
করতে গলে মালা ॥

চেনে রসিক ভোম্‌রা বুলবুল
সেই ফুলের ঠিকানা,
কেউ বলে হজরত মোহাম্মদ
কেউ বা কমলিওয়ালা ॥

১০

সিন্ধু—কার্ফা

দেখে যা রে দুলা সাজে
সেজেছেন মোদের নবি।
বর্ণিতে সে রূপ মধুর
হার মানে নিখিল-কবি ॥

আউলিয়া আর আম্বিয়া সব
পিছে চলে বরাতি,
আসমানে যায় মশাল জ্বেলে
গ্রহ তারা চাঁদ রবি ॥

হুর পরি সব গায় নাচে আজ,
দেয় 'মোবারক-বাদ' আলম,
আরশ কুর্শি ঝুঁকে পড়ে
দেখতে সে মোহন ছবি ॥

আজ আরশের বাসর-ঘরে
হবে মোবারক রুয়ৎ,
বুকে খোদার ইশ্‌ক নিয়ে
নওশা ঐ আল-আরবি ॥

মেরাজের পথে হজরত যান চড়ে ঐ বোররাকে,
আয় কলমা শাহাদতের যৌতুক
দিয়ে তাঁর চরণ ছোঁবি॥

১১

ভৈরবী—কার্ফা

আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবি মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়॥

আমার কিসের শঙ্কা,
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়॥

কলেমা আমার তাবিজ, তৌহিদ আমার মুর্শিদ,
ঈমান আমার বর্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ।

'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি
আমার জেহাদ-বাণী,
আখের মোকাম ফেরদৌস খোদার আরশ যথায় রয়॥

আরব মেসের চীন হিন্দ মুসলিম-জাহান মোর ভাই,
কেহ নয় উচ্চ কেহ নীচ, এখানে সমান সবাই।

এক দেহ এক দিল এক প্রাণ,
আমির ফকির এক সমান,
এক তকবিরে উঠি জেগে, আমার হবেই হবে জয়॥

১২

ভৈরবী—কার্ফা

ইসলামের ঐ সওদা লয়ে
এল নবীন সওদাগর।
বদনসিব আয়, আয় গুনাহগার,
নতুন করে সওদা কর॥

জীবন ভরে করলি লোকসান,
আজ হিসাব তার খতিয়ে নে,
বিনি-মূলে দেয় বিলিয়ে সে যে বেহেশতি নজর॥
কোরানের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে,
লুটে"নে রে লুটে"নে সব
ভরে তোল তোর শূন্য ঘর॥

কলেমার ঐ কানাকড়ির বদলে দেয় এই বণিক
শাফায়তের সাত রাজার ধন,
কে নিবি আয় ত্বরা কর॥

কিয়ামতে বাজারে ভাই
মুনাফা যে চাও বহুৎ,
এই ব্যাপারির হও খরিদ্দার,
লও রে ইহার সীলমোহর॥

আরশ হতে পথ ভুলে এ
এল মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ,
পুঁজি আল্লাহু আকবার॥

১৩

পিলু—কার্ফা

যাবি কে মদিনায়, আয় ত্বরা করি।
তোর খেয়া-ঘাটে এল পুণ্য-তরী॥

আবুবকর উমর খাত্তাব
আর উসমান আলি হাইদর
দাঁড়ি এ সোনার তরণীর
পাপী সব নাই নাই আর ডর।

এ তরীর কাণ্ডারী আহমদ,
পাকা সব মাঝি ও মাল্লা,

মাঝিদের মুখে সারি-গান
শোন ঐ 'লা শরীক আল্লাহ্' !
পাপ দরিয়ার তুফানে আর নাহি ডরি॥

ঈমানের পারানী কড়ি আছে যার
আয় এ সোনার নায়,
ধরিয়া দীনের রশি
কলেমার জাহাজ-ঘাটায়।
ফেরদৌস হতে ডাকে হুরি পরি॥

১৪

সিন্ধু—বাগেশ্রী—কার্ফা

বক্ষে আমার কাবার ছবি
চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ
গাই তারি গান পথ-বেভুল॥

লায়লির প্রেমে মজনু পাগল
আমি পাগল 'লা-ইলা'র ;
প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে,
অরসিকে কয় বাতুল॥

হৃদয়ে মোর খুশির বাগান
বুলবুলি তায় গায় সদাই,
ওরা খোদার রহম মাগে
আমি খোদার ইশ্‌ক চাই।

আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান হাজার মোয়াজ্জিন,
প্রাণের 'লওহে' কোরান লেখা
রুহ্ পড়ে তা রাত্রিদিন।

খাতুনে-জিন্নত আমার মা,
হাসান হোসেন চোখের জল,
ভয় করি না রোজ-কিয়ামত
পুল-সিরাতের কঠিন পুল॥

১৫

পিলু খাম্বাজ—সাদ্রা

আহমদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ্ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন॥

যে চিনতে পারে রয় না ঘরে
হয় সে উদাসী,
সে সকল ত্যাজি ভজে শুধু
নবিজির চরণ॥

ঐ রূপ দেখে রে পাগল হল
মনসুর হল্লাজ
সে 'আনল্‌হক' 'আনল্‌হক' বলে
ত্যজিল জীবন॥

তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস
চিনবি খোদাকে,
তোর রুহানি আয়নাতে দেখ রে
সেই নূরি রওশন॥

১৬

মাঢ় মিশ্র—কার্ফা

খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে
বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে।

ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ
এল যে এই পথ ধরে॥

দুনিয়াদারির শেষে আমার
নামাজ রোজার বদলাতে
চাই না বেহেশ্‌ত খোদার কাছে
নিত্য মোনাজাত করে॥

কায়েস যেমন লায়লি লাগি
লভিল মজনুঁ খেতাব,
যেমন ফরহাদ শিরির প্রেমে
হল দিওয়ানা বেতাব,
বে-খুদিতে মশগুল আমি
তেমনি মোর খোদার তরে॥

পুড়ে মরার ভয় না রাখে,
পতঙ্গ আগুনে ধায়;
সিন্ধুতে মেটে না তৃষ্ণা,
চাতক বারি-বিন্দু চায়;
চকোর চাহে চাঁদের সুধা,
চাঁদ সে আসমানে কোথায়;
সুরুয থাকে কোন সুদূরে,
সূর্যমুখী তারেই চায়;
তেমনি আমি চাহি খোদায়,
চাহি না হিসাব করে॥

১৭

মাঢ়-মিশ্র—দাদরা

আয় মরু-পারের হাওয়া,
নিয়ে যা রে মদিনায়।
জাত পাক মোস্তফার
রওজা মোবারক যথায়॥

পড়িয়া আছি দুখে
মাশরেকি এই মুল্লুকে,
পড়ব মগরেবের নামাজ
কবে খানায়ে-কাবায়॥

হজরতের নাম তসবি করে,
যাব রে মিসকিন বেশে,
ইসলামেরই দীন-ই-ডঙ্কা
বাজল প্রথম যে দেশে॥

কাঁদব মাজার-শরিফ ধরে,
শুনব সেথায় কান পাতি,
হয়ত সেথা নবির মুখে
রব ওঠে 'য়্যা উম্মতি!'
আজও কোরআনের কালাম
হয়তো সেথা শোনা যায়॥

১৮

তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে॥
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে॥

কুল-মখলুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এল ঐ,
কলেমা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে, কে এল ঐ,
খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এল ঐ,
আকাশ গ্রহ তারা পড়ে লুটে, —কে এল ঐ,
পড়ে দরুদ ফেরেশতা,
বেহেশতে সব দুয়ার খোলে॥

মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন,
'এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই' কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির-দীন বেশ নিল যে জন,

বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে জন,
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবি,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
আজি মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি-কলরোলে॥

১৯

মিশ্র খাম্বাজ—কার্ফা

সৈয়দে মক্কি মদনি
আমার নবি মোহাম্মদ।
করুণা-সিন্ধু খোদার বন্ধু
নিখিল মানব-প্রেমাস্পদ॥

আদম নূহ ইবরাহিম দাউদ
সোলেমান মুসা আর ঈসা,
সাক্ষ্য দিল আমার নবির,
তাদের কালাম হ'ল রদ॥

যাঁহার মাঝে দেখল জগৎ
ইশারা খোদার নূরের,
পাপ দুনিয়ায় আনল যে রে
পুণ্য বেহেশতি সনদ॥

হায় সেকান্দর খুঁজল বৃথাই
আব-হায়াত এই দুনিয়ায়,
বিলিয়ে দিল আমার নবি
সে সুধা মানব সবায়।

হায় জুলেখা মজল বৃথাই
ইউসোফের ঐ রূপ দেখে
দেখলে আমার নবির সুরত
যোগীন হত ভস্ম মেখে।
শুনলে নবির শিরিন জবান,
দাউদ মাগিত মদদ॥

ছিল নবির নূর পেশানিতে,
তাই ডুবল না কিশতি নূহের,
পুড়ল না আগুনে হজরত
ইবরাহিম সে নমরুদের,
বাঁচল ইউনোস মাছের পেটে স্মরণ করে নবির পদ ;
দোজখ আমার হারাম হল
পিয়ে কোরানের শিরিন শহদ ॥

২০

আশাবরী পিলু—কার্ফা

রাখিসনে ধরিয়া মোরে,
ডেকেছে মদিনা আমায়।
আরফাত-ময়দান হতে
তারি তকবির শোনা যায় ॥

কেটেছে পায়ের বেড়ি,
পেয়েছি আজাদি ফরমান,
কাটিল জিন্দেগি বৃথাই
দুনিয়ার জিন্দান-খানায় ॥

ফুটিল নবির মুখে
যেখানে খোদার বাণী,
উঠিল প্রথম তকবির
'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি,
যে দেশের পাহাড়ে মুসা
দেখিল খোদার জ্যোতি,
যাব রে যাব সেইখানে,
রব না পড়িয়া হেথায় ॥

যে দেশের ধূলিতে
আছে নবীজির চরণ-ধূলি,
সে ধূলি করিব সুর্মা,
চুমিব নয়নে তুলি,

যে দেশের বাতাসে আছে
নবিজির দেহের খোশবু,
যে দেশের মাটিতে আছে
নবিজির দেহ মিশে হায়॥

খেলেছে যেথায় ফাতেমা,
খেলেছে হাসান ও হোসেন,
যাব সেই বেহেশ্‌তে ধরার,
খোদার ঐ ঘর কা'বা যথায়।

২১

জংলা—দাদ্‌রা

দরিয়ায় ঘোর তুফান, পার কর নাইয়া।
রজনী আঁধার ঘোর, মেঘ আসে ছাইয়া॥

যাত্রী গুনাহগার জীর্ণ তরণী,
অসীম পাথারে কাঁদি পথ হারাইয়া॥

হে চির কাণ্ডারী,
পাপে তাপে বোঝাই তরী,
তুমি না করিলে পার,
পার হব কেমন করি।
সুখ-দিনে ভুলে থাকি,
বিপদে তোমারে স্মরি,
ডুবাবে কি তব নাম,
আমারে ডুবাইয়া॥

মার কাছে মার খেয়ে
শিশু যেমন ডাকে,
যত দাও দুখ শোক,
ততই ডাকি তোমাকে।

জানি শুধু তুমি আছ,
আসিবে আমার ডাকে,
তোমারি এ তরী প্রভু,
তুমি চল বাহিয়া ॥

২২

কাফি-মিশ্র—দাদ্‌রা

ঝরা ফুল দলে কে অতিথি
সাঁঝের বেলায় এলে কানন-বীথি ॥

চোখে কি মায়া
ফেলেছে ছায়া
যৌবন-মদির দোদুল্ কায়া।

তোমার ছোঁওয়ায় নাচন লাগে
দখিন হাওয়ায়,
লাগে চাঁদের স্বপন বকুল চাঁপায়,
কোয়েলিয়া কুহরে কূ কূ গীতি ॥

২৩

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কার্ফা

কে এলে মোর ব্যথার গানে
গোপন লোকের বন্ধু গোপন।
নাইতে আমার গানের ধারায়
এলে সুরের মানসী কোন্ ॥

গান গেয়ে যাই আপন মনে
সুরের পাখি গহন বনে,
সে সুর বেঁধে কার নয়নে,
জানে শুধু তারি নয়ন ॥

কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম,
গান গেয়ে কি ভেঙেছি ঘুম,
তোমার ব্যথার নিশীথ নিঝুম
হেরে কি মোর গানের স্বপন॥

সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
না দেখাতে মোদের মিলন॥

২৪

চিত্রা-গৌরী—ঠুংরী

রবে না এ বৈকালী ঝড় সন্ধ্যায়।
বহিবে ঝিরিঝিরি চৈতালী বায়॥

দুপুরে যে ধরেছিল দীপক তান
বেলাশেষে গাহিবে সে মূলতানে গান,
কাঁদিবে সে পূরবীতে গোধূলি-বেলায়॥

নৌবতে বাজিবে গো ভীম-পলশ্রী,
উদাস পিলুর সুরে ঝুরিবে বাঁশি,
বাজিবে নূপুর হয়ে তটিনী ও পায়॥

জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড

১

(ওরে) ও চাঁদ ! উদয় হলি কোন জোছনা দিতে !
(দেয়) অনেক বেশি আলো আমার নবির পেশানীতে॥
(ওরে) রবি ! আলোক দিস যতো তুই দগ্ধ করিস ততো,
আমার নবি স্নিগ্ধ শীতল কোটি চাঁদের মতো,
(সে) নাশ করেছে মনের আঁধার ঈষৎ হাসিতে॥

(ওরে) আসমান ! তুই সুনীল হলি জানি কেমন করে,
আমার নবির কালো চোখের একটুকু নীল হরে।
(ওরে) তারা ! তোরা জ্যোতি পেলি নবির চাউনিতে॥

(ওরে) বসরা গোলাব ! অনেক বেশি খোশবু তোদের চেয়ে
সেই ধূলিতে মোর নবিজি যেতেন যে-পথ বেয়ে।
সেই বারতা ফুলকে শোনায় বুলবুলি সঙ্গীতে॥

২

হেরা হতে হেলে দুলে
নূরানি তনু ও কে আসে, হায় !
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা
খুলে খুলে যায়—
সে যে আমার কম্‌লিওয়ালা কম্‌লিওয়ালা॥

তার ভাবে বিভোল রাঙা পায়ের তলে
পর্বত জঙ্গম টলমল টলে,
খোরমা খেজুর বাদাম জাফরানি ফুল
ঝরে ঝরে যায়॥

আসমানে মেঘ চলে ছায়া দিতে,
পাহাড়ের আঁসু গলে ঝরনার পানিতে ;
বিজুলি চায় মালা হতে
পূর্ণিমা চাঁদ তাঁর মুকুট হতে চায়॥

৩

ও কে সোনার চাঁদ কাঁদে রে
হেরা গিরির 'পরে !
শিরে তাঁহার লক্ষ কোটি
চাঁদের আলো ঝরে ॥

কী অপরূপ জ্যোতির ধারা নীল আসমান হতে
নামে বিপুল স্রোতে,
হেরা পাহাড় বেয়ে বহে সাহারা মরুর পথে—
সেই জ্যোতিতে দুনিয়া আজ ঝলমল করে ॥

আগুনবরণ ফেরেশতা এক এসে
খোদার হাবিব জাগো জাগো, বলে হেসে হেসে ॥

নবুয়তের মোহর দিল বাহুতে তাঁর বেঁধে
তাজিম করে কদমবুসি করে কেঁদে কেঁদে ;
সেই নবিরই নামে আজি দুনিয়া দরুদ পড়ে ॥

৪

মরুর ধূলি উঠল রেঙে রঙিন গোলাপ-রাগে।
বুলবুলিরা উঠল গেয়ে মক্কার গুলবাগে ॥

খোদার প্রেমের কোন দিওয়ানা
দ্বারে দ্বারে দেয় রে হানা,
নবীন আশার আলো পেয়ে ঘুমন্ত সব জাগে ॥

এ কোন তরুণ প্রেমিক এলো কাবার অঙ্গনে,
সবুজ পাতার নিশান দোলায় শুকনো খেজুর বনে ॥

এলো নব দ্বীনের নকিব
চির-চাওয়া খোদার হবিব,
নিখিল পাপী তাপী যাঁহার পায়ের পরশ মাগে ॥

৫

ত্রাণ করো মওলা মদিনার
উম্মত তোমার গুনাহ্‌গার কাঁদে।
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার
পড়েছে আবার গুনাহের ফাঁদে॥
নাহি কেউ ঈমানদার, নাহি নিশান-বর্দার,
মুসলিম জাহানে নাহি আর পরহেজগার
জামাত শামিল হতে যায় না মসজিদে,
পড়ে নাকো কোরআন, মানে না মুরশিদে।
ভুলিয়াছে কলমা শাহাদত
পড়ে না নামাজ ঈদের চাঁদে॥
নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ-ফাঁসে
মেতে আছে সবে বিভব-বিলাসে,
বসিয়াছে জালিম শাহি তখতে তব
মজলুমের এ ফরিয়াদ আর কারে কব।
তলওয়ার নাহি নাহি আর
পায়ে গোলামির জিঞ্জির বাঁধে॥

৬

আল্লা রসুল জপের গুণে কী হলো দেখ চেয়ে।
সদাই ঈদের দিনের খুশিতে তোর পরান আছে ছেয়ে॥
আল্লার রহমত ঝরে
ঘরে বাইরে তোর উপরে,
আল্লার রসুল হয়েছেন তোর জীবন-তরির নেয়ে॥

দুখে সুখে সমান খুশি, নাই ভাবনা ভয়,
(তুই) দুনিয়াদারি করিস, তবু আল্লাতে মন রয়।
মরণকে আর ভয় নাই তোর,
খোদার প্রেমে পরান বিভোর,
(এখন) তিনিই দেখেন তোর সংসার তোর ছেলেমেয়ে॥

৭

যেয়ো না যেয়ো না মদিনা-দুলাল,
হয়নি যাবার বেলা।
সংসার-পাথারে আজো দুলে পাপের ভেলা।
আজো হয়নি যাবার বেলা॥

মেটেনি তোমারে দেখার পিয়াসা,
মেটেনি কদম জিয়ারত আশা,
হজরত, এই জমেছে প্রথম
দীন-ই-ইসলাম মেলা॥

ছড়ায়ে পড়েনি তোমার কালাম
আজিও সকল দেশে,
ফিরিয়া আসেনি সিপাহিরা তব
আজো বিজয়ীর বেশে॥

দীনের বাদশা চাও ফিরে চাও
শোনো দুর্দিনে বেদনা ভোলাও
গুনাহ্‌গার এই উম্মতে তব
হানিয়ো না অবহেলা॥

৮

ফেরি করি ফিরি আমি
আল্লাহ্ নবীর নাম।
দেশ-বিদেশে পথে-ঘাটে
হাঁকি সুবহ্-শাম॥

কলমা শাহাদতের বাণী
যে বারেক বলে একটুখানি,
সে চাওয়ার অধিক দেয় আমারে
মোর সওদার দাম॥

দাম দিয়ে সব দুনিয়াদারি
মিটায় দেনা;

অমূল্য এই আল্লাহ্‌র নাম
কেউ চাবে না।

আল্লাম্ নামের ফেরিওয়ালায়
ডাকে ওরা শেষের বেলায়,
ঐ নাম দিয়ে সে আখেরে পায়
বেহেশ্‌তি আরাম॥

৯
(ধাত্রী হালিমার উক্তি)

ওগো আমিনা! তোমার দুলালে আনিয়া
আমি ভয়ে ভয়ে মরি।
এ নহে মানুষ, বুঝি ফেরেশতা
আসিয়াছে রূপ ধরি॥

সে নিশীথে যখন বক্ষে ঘুমায়
চাঁদ এসে তাঁয় চুমু খেয়ে যায়,
দিনে যবে মেঘ-চারণে সে যায়
মেঘ চলে ছায়া করি।
সাথে সাথে তার মেঘ চলে ছায়া করি॥

মনে হয় যেন লুকাইয়া রাতে তোমার শিশুর পায়
কতো ফেরেশতা হুরপরি এসে সালাম করিয়া যায়॥

সে চলে যায় যবে মরুর উপরে,
বসরা গোলাপ ফোটে থরে থরে,
তার চরণ ঘিরিয়া কাঁদে গুলবনে
অলিকুল গুঞ্জরি॥

১০

সুদূর মক্কা মদিনার পথে আমি রাহী মুসাফির,
বিরাজে রওজা মোবারক যথা মোর প্রিয় নবীজির॥

বাতাসে যেখানে বাজে অবিরাম
তৌহিদ বাণী খোদার কালাম,
জিয়ারতে যথা আসে ফেরেশতা শত আউলিয়া পীর॥

মা ফাতেমা আর হাসান হোসেন খেলেছেন পথে যার
কদমের ধূলি পড়েছে যথায় হাজার আম্বিয়ার,
সুরমা করিয়া কবে সেই ধূলি
মাখিব নয়নে দুই হাতে তুলি
কবে এ-দুনিয়া হতে যাবার আগে রে কাবাতে লুটাব শির॥

১১

তৌহিদেরই বান ডেকেছে
সাহারা মরুর দেশে।
দুনিয়া জাহান ডুবুডুবু
সেই স্রোতে যায় ভেসে॥

সেই জোয়ারে আমার নবী পারের তরী নিয়ে,
'আয় কে যাবি পারে' ডাকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে;
যে চায় না, তারেও নেয় সে নায়ে আপনি ভালবেসে॥
পথ দেখায় সে ঈদের চাঁদের পিদিম নিয়ে হাতে,
হেসে হেসে দাঁড় টানে, চার আসহাব তাঁরি সাথে॥

নামাজ রোজার ফুল-ফসলে শ্যামল হল মরু,
প্রেমের রসে উঠল পুরে নীরস মনের তরু।
খোদার রহম এল রে আখেরে নবীর বেশে॥

১২

আজি ঈদ ঈদ ঈদ খুশির ঈদ, এলো ঈদ
(যাঁর) আসার আশায় চোখে মোদের ছিলো না রে নিঁদ॥
শোন রে গাফিল, কী বলে তকবির ঈদগাহে,

(তোর) আমানতের ছিসসা সাদকা দে খোদার রাহে
নে সাদকা দিয়ে বেহেশ্‌তে যাবার রসিদ॥
ঈদের চাঁদের তশতরিতে জান্নাত হতে
আনন্দেরই শিরনি এলো আশমানি পথে,
সেই শিরনি নিয়ে নতুন আশায় জাগবে না-উম্মিদ॥

(তোর) পিরাহানের আতর গোলাব লাগুক রে মনে,
(আজ) প্রেমের দাওত দে দুনিয়ার সকল জনে,
দিলেন ঈদের মারফতে হজরত এই তাগিদ॥

১৩

আমিনার কোলে নাচে হেলে দুলে
শিশু নবি আহমদ রূপের লহর তুলে॥

রাঙা মেঘের কাছে ঈদের চাঁদ নাচে—
যেন নাচে ভোরের আলো সোনার গাছে।
চরণে ভোমরা গুঞ্জরে গুল ভুলে॥

(সে) খুশির ঢেউ লাগে আরশ ও কুরসির পাশে,
হাততালি দিয়ে হুরি সব বেহেশ্‌তে হাসে,
সুখে ওঠে কেঁপে দুনিয়া চরণ-মূলে॥

চাঁদনি-রাঙা অতুল মোহন মোমের পুতুল
আদুল গায়ে নাচে খোদার প্রেমে বেভুল।
আল্লার দয়ায় তোহ্‌ফা এলো ধরার কূলে॥

১৪

তোরা যা রে এখনই হালিমার কাছে
লয়ে ক্ষীর সর ননী।
আমি খোয়াবে দেখেছি কাঁদিছে মা বলে
আমার নয়ন-মণি॥

মোর শিশু আহমদে যেদিন কাঁদিয়া
হালিমার হাতে দিয়াছি সঁপিয়া,

সেই দিন হতে কেঁদে কেঁদে মোর
কাটিছে দিন-রজনি ॥

পিতৃহীন সে সন্তান হায়
বঞ্চিত মা'র স্নেহে,
তারে ফেলে দূরে কোল খালি করে
থাকিতে পারি না গেহে ॥

অভাগিনি তার মা আমিনায়
মনে করে সে কি আজো কাঁদে, হায় !
বলিস তাহারই আসার আশায়
দিবানিশি দিন গণি ॥

১৪

তৌহিদের মুরশিদ আমার মোহাম্মদের নাম
মুরশিদ মোহাম্মদের নাম।
ওই নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদায় কালাম
মুরশিদ মোহাম্মদের নাম ॥

ওই নামেরই রশি ধরে যাই আল্লার পথে,
ওই নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ওই নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম
মুরশিদ মোহাম্মদের নাম ॥

ওই নামের দামন ধরে আছি, আমার কিসের ভয় ;
ওই নামের গুণে পাব আমি খোদার পরিচয় ;
তাঁর কদম মোবারক যে আমার বেহেশতি তাজাম
মুরশিদ মোহাম্মদের নাম ॥

১৫

মদিনার শাহানশাহ্ কোহ-ই-তূর-বিহারি।
মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়তধারী॥

আল্লার প্রিয় সখা, দুলাল মা আমিনার,
খদিজার স্বামী, প্রিয়তম আয়েশার,
আসহাবের হামদম, ওয়ালেদ ফাতেমার,
বেলালের আজান, খালেদের তলোয়ার,
কেয়ামতে উম্মত শাফায়ত-কারী॥

তৌহিদ-বাণী মুখে, আল কোরআন হাতে,
খোদার নূর দেখি যার হাসির ইশারাতে,
যাঁর কদমের নীচে দেলে কতো জিন্নাত,
যে দু-হাতে বিলাল দুনিয়ায় খোদার মহব্বত
মে'রাজের দুলহা আল্লার আরশচারী॥

নয়নে যাঁর সদা খোদার রহমত ঝরে
সংসার মরুবাসী পিয়াসার তরে,
আনিল যে কওসর সাহারা নিঙাড়ি॥

১৬

তোমার নূরের রওশনি মাখা
নিখিল ভুবন অসীম গগন।
তোমার অনন্ত জ্যোতির ইশারা
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন॥

তোমার রূপের ইঙ্গিত খোদা
ফুটিছে বনের কুসুমে সদা,
তোমার নূরের ঝলক হেরি
মেঘে বিজলি চমকে যখন॥

প্রাণের খুশি শিশুর হাসি
মধুর তোমার রূপ দেয় প্রকাশি,
তোমার জ্যোতির সমুদ্রে খোদা
আলোক ঝিনুক মোর এ দুটি নয়ন॥

ধানের খেতে নদী-তরঙ্গে
দুলে তোমার রূপ মধুর ভঙ্গে,

নিতি দেখা দাও হাজার রঙ্গে
অরূপ নিরাকার তুমি নিরঞ্জন॥

১৭

রোজ হাশরে আল্লাহ্ আমার করো না বিচার।
বিচার চাহি না, তোমার দয়া চাহে এ গুনাহগার॥

আমি জেনে শুনে জীবন ভরে
দোষ করেছি ঘরে পরে,
আশা নাই যে যাব তরে বিচারে তোমার॥
বিচার যদি করবে, কেন রহমান নাম নিলে।
ঐ নামের গুণেই তরে যাব, কেন এ জ্ঞান দিলে!
দীন ভিখারি বলে আমি

ভিক্ষা যখন চাইব স্বামী
শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে না কো আর॥

১৮

তোমায় যেমন করে ডেকেছিল আরব মরুভূমি!
ওগো আমার নবি প্রিয় আল আরবি
তেমনি করে ডাকি যদি আসবে নাকি তুমি॥

যেমন কেঁদে দজলা ফোরাত নদী
ডেকেছিল নিরবধি,
হে মোর মরুচারী নবুয়তধারী
তেমনি করে কাঁদি যদি আসবে নাকি তুমি॥

যেমন মদিনা আর হেরা পাহাড়
জেগেছিল আশায় তোমার
হে হজরত মম, হে মোর প্রিয়তম
তেমনি করে জাগি যদি আসবে না কি তুমি॥

মজলুমেরা কাবা ঘরে,
কেঁদেছিল যেমন করে,
হে আমিনা-লালা, হে মোর কমলিওয়ালা,
তেমনি করে চাহি যদি আসবে নাকি তুমি॥

১৯

নাম মোহাম্মদ বোল রে মন, নাম আহম্মদ বোল
যে নাম নিয়ে চাঁদ সেতারা আসমানে খায় দোল॥

পাতায় ফুলে যে নাম আঁকা,
ত্রিভুবনে যে নাম মাখা,
যে নাম নিতে হাসিন উষার রাঙে রে কপোল॥

যে নাম গেয়ে ধায় রে নদী,
যে নাম সদা গায় জলধি,
যে নামে বহে নিরবধি পবন-হিল্লোল॥

যে নাম বাজে মরু সাহারায়,
যে নাম বাজে শ্রাবণ-ধারায়,
যে নাম চাহে কাবার মসজিদ, মা আমিনার কোল॥

২০

দূর আজানের মধুর ধ্বনি বাজে বাজে
মসজিদেরই মিনারে।
এ কী খুশির অধীর তরঙ্গ উঠল জেগে
প্রাণের কিনারে॥

মনে জাগে, হাজার বছর আগে
ডাকিত বেলাল এমনই অনুরাগে,
তাঁর খোশ এলাহান মাতাইত প্রাণ
গলাইত পাষাণ ভাসাইত মদিনারে
প্রেমে ভাসাইত মদিনারে॥

তোরা ভোল দুখ-কাজ, ওরে মুসলিম থাম
চল খোদার রাহে, শোন ডাকিছে ইমাম।
মেখে দুনিয়ার খাক বৃথা রহিলি না-পাক,
চল মসজিদে তুই শোন মোয়াজ্জিনের ডাক,
তোর জনম যাবে বিফল যে ভাই
এই এবাদত বিনা রে॥

২১

অসীম বেদনায় কাঁদে মদিনাবাসী।
নিভিয়া গেল চাঁদের মুখের হাসি॥

শোকের বাদল আছড়ে পড়ে
কাঁদছে মরুর বুকের 'পরে,
ব্যথার তুফানে আরব গেল ভাসি॥

গোলাব-বাগে গুল নাহি আজ
কাঁদিছে বুলবুলি।
ছাইল আকাশ অন্ধকারে
মরু সাহারার ধূলি।

তরুলতা বনের পাখি
কোথায় হোসেন? কইছে ডাকি,
পড়ছে ঝরে তারার রাশি॥

২২

ঈদুজ্জোহার তকবীর শোন ঈদগাহে।
(তোর) কোরবানিরই সামান নিয়ে চল রাহে॥

কোরবানিরই রঙে রঙিন পর লেবাস,
পিরহানে মাখ রে ত্যাগের গুল-সুবাস,
হিংসা ভুলে প্রেমে মেতে ঈদগাহেরই পথে যেতে
দে মোবারক-বাদ দীনের বাদশাহে॥

খোদারে দে প্রাণের প্রিয়, শোন এ ঈদের মাজেরা,
যেমন পুত্র বিলিয়ে দিলেন খোদার নামে হাজেরা,
ওরে কৃপণ, দিসনে ফাঁকি আল্লাহে॥

তোর পাশের ঘরে গরিব কাঙাল কাঁদছে যে
তুই তাকে ফেলে ঈদগাহে যাস সঙ সেজে,
তাই চাঁদ উঠল, এল না ঈদ, নাই হিম্মত নাই উম্মিদ,
শোন কেঁদে কেঁদে বেহেশত হতে হজরত আজ কী চাহে॥

২৩

সকাল হল, শোন রে আজান, ওঠ রে শয্যা ছাড়ি।
মসজিদে চল দীনের কাজে, ভোল দুনিয়াদারি॥
ওজু করে ফেল রে ধুয়ে নিশীথ রাতের গ্লানি,
সিজদা করে জায়-নামাজে ফেল রে চোখের পানি,
খোদার নামে সারাদিনের কাজ হবে না ভারী॥

নামাজ পড়ে দু-হাত তুলে প্রার্থনা কর তুই,
ফুল-ফসলে ভরে উঠুক সকল চাষির ভুঁই,
সকল লোকের মুখে হউক আল্লার নাম জারি॥

ছেলেমেয়ে সংসার-ভার সঁপে দে আল্লারে,
নবিজির দোওয়া ভিক্ষা কর রে বারে বারে,
তোর হেসে নিশি প্রভাত হবে, সুখে দিবি পাড়ি॥

২৪

আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে।
ফলবে ফসল, বেচব তারে কিয়ামতের হাটে॥

পত্তনিদার যে এই জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবিজির
বেহেশতেরই তালুক কিনে বসব সোনার খাটে॥

মসজিদে মোর ধরাই বাঁধা, হবে নাকো চুরি,
'মনকের' 'নকির' দুই ফেরেশতা হিসাব রাখে জুড়ি।
রাখব হেফাজতের তরে
ইমানকে মোর সাথি করে,
রদ হবে না কিস্তি, জমি উঠবে না আর লাটে॥

২৫

মদিনায় যাবি কে আয় আয়।
উড়িল নিশান, দ্বীনের বিষাণ বাজিল যাহার দরওয়াজায়॥

হিজরত করে যে দেশে
ঠাঁই পেলেন হজরত এসে,
খেলিতেন যথায় হেসে
হাসান হোসেন ফাতেমায়॥

হজরতের চার আসহাব যথায় করলেন খেলাফত,
মসজিদে যাঁর প্রিয় মোহাম্মদ করতেন এবাদত;
ফুটল যেথায় প্রথম বীর খালেদের হিম্মত,
খোশ এলহান দিতেন আজান বেলাল যেথায়॥

যার পথের ধূলির মাঝে
নবীজীর চরণের ছোঁয়া রাজে,
তৌহিদের ধ্বনি বাজে
যার আসমানে, যার 'লু' হাওয়ায়॥

২৬

হে নামাজি! আমার ঘরে নামাজ পড় আজ।
পেতে দিলাম তোমার চরণ-তলে হৃদয়-জায়নামাজ॥
আমি গুনাহগার বে-খবর
মোর নামাজ পড়ার নাই অবসর,
তব চরণ-ছোঁয়ায় এই পাপীরে করো সরফরাজ॥

তোমার ওজুর পানি মোছ আমার পিরান দিয়ে,
আমার এ-ঘর হউক মসজিদ তোমার পরশ নিয়ে॥
যে শয়তানের ফন্দিতে, ভাই,
খোদায় ডাকার সময় না পাই,
সেই শয়তান থাক দূরে, শুনে তকবিরের আওয়াজ॥

২৭

ঘর-ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয় রে!
জাফরানি রঙের পরাব পিরান তোর গায় রে।
আয় রে॥

আসমানে যেতে চায় তারা হয়ে আমার নয়ন-তারা
তোর খেলার সাথি কাঁদে শ্যাপলার ফুল, ফিরে আয় পথ-হারা।
দুনয়ন ঘুমে ঢুলে, হৃদয় ঘুমায় না,
কাছে পেতে চায় রে॥

চোখের কাজল তোর চাঁদ-মুখে লেগেছে,
(আয়) মুছাব আঁচলে,
মায়ের পরানে তোর স্নেহের সাগর-তরঙ্গ উথলে।
(মোর) মনের ময়না! ঘরে মন রয় না,
পথ চেয়ে রয়, রাত কেটে যায় রে॥

২৮

কারো ভরসা করিসনে তুই,
ও মন, এক আল্লার ভরসা কর।
আল্লা যদি সহায় থাকেন
ভাবনা কীসের, কীসের ডর॥

রোগে শোকে দুখে গুণে
নাই ভরসা আল্লা বিনে,
তুই মানুষের সহায় মাগিস
তাই পাসনে খোদার নেক-নজর॥

রাজার রাজা বাদশা যিনি
'গোলাম' হ তুই সেই খোদার,
বড়লোকের দুয়ারে তুই
বৃথাই হাত পাতিসনে আর॥

তোর দুখের বোঝা ভারী হলে
ফেলে প্রিয়জনও যায় রে চলে,
সেদিন ডাকলে খোদায় তাঁহার রহম
ঝরবে রে তোর মাথার 'পর॥

২৯

দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মতো গোলাপ ফুল।
কথায় সুরে ফুল ফুটাতাম, হয় না এখন আর সে ভুল॥
বাসি হাসির মালা নিয়ে
কী হবে নওরোজে গিয়ে,
চাঁদ না দেখে আঁধার রাতি বাঁধে কি গো এলোচুল?

আজও দখিন হওয়ায় ফাগুন আনে,
বুলবুলি নাই গুলিস্তানে,
দোলে না আর চাঁদকে দেখে বনে দোলন-চাঁপার দুল॥
কী হারাল, নাই কী যেন,
মন হয়েছে এমন কেন?
কোন নিদয়ের পরশ লেগে হয় না হৃদয় আর ব্যাকুল॥

৩০

নামাজ পড় রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই।
তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই॥
সম্বল যার আছে হাতে
হজের তরে যা 'কাবা'তে,
জাকাত দিয়ে বিনিময়ে শাফায়ত যে পাই॥

ফরজ তরফ করে করলি কবজ ভবের দেনা
আল্লা ও রসুলের সাথে হলো না তোর চেনা।
পরানে রাখ কোরাণ বেঁধে,
নবিরে ডাক কেঁদে কেঁদে
রাতদিন তুই কর মোনাজাত 'আল্লা তোমায় চাই'।

৩১

কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও, মদিনায়
আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো নবিজির রওজায়॥
হাজিদেরই যাত্রা পথে
দাঁড়িয়ে আছি সকাল হতে,
কেঁদে বলি কেউ যদি মোর সালাম নিয়ে যায়॥
পঙ্গু আমি, আরব সাগর লঙ্ঘি কেমন করে
তাই নিশিদিন কাবা যাওয়ার পথে থাকি পড়ে।

বলি, ওরে দরিয়ার ঢেউ,
(মোর) সালাম নিয়ে গেল না কেউ,
তুই দিস মোর সালামখানি মরুর লু হাওয়ায়,
ওরে কাবার দরওয়াজায়॥

৩২

নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান
জপে তোমারই নাম।
তারায় গাঁথা তসবি লয়ে নিশীথে আসমান
জপে তোমারই নাম॥
ফুলের বনে নিতি গুঞ্জরিয়া
ভ্রমর বেড়ায় তব নাম জপিয়া,
হাতে লয়ে ফুল কুঁড়ির তসবি ফুলের বাগান
জপে তোমারই নাম॥
সাঁজ সকালে কোকিল পাপিয়া
মধুর তব নাম ফেরে গাহিয়া,

ছল ছল সুরে ঝরনার ধারা নদীর কলতান
জপে তোমারই নাম॥
বৃষ্টি ধারার তসবি লয়ে
তব নাম জপে মেঘ ব্যাকুল হয়ে
সাগর-কল্লোল, সমীর-হিল্লোল
বাদল ঝড় তুফান
জপে তোমারই নাম॥

৩৩

দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলা দেশের কুটির হতে
বেহুঁশ হয়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে॥
হায় গো খোদা কেন মোরে
পাঠাইলে কাঙাল করে
যেতে নারি প্রিয় নবির মাজার শরিফ জিয়ারতে॥
স্বপ্নে শুনি নিত্যই রাতে-যেন কাবার মিনার থেকে
কাঁদছে বেলাল ঘুমন্ত সব মুসলিমেরে ডেকে ডেকে
য়্যা এলাহি! বলো সে কবে
আমার স্বপন সফল হবে
(আমি) গরিব বলে হবো কি নিরাশ
মদিনা দেখার নিয়ামতে॥

৩৪

নাই হলো মা বসন-ভূষণ এই ঈদে আমার।
আল্লা আমার মাথার মুকুট রসুল গলার হার॥
নামাজ রোজার ওড়না শাড়ি
ওতেই আমায় মানায় ভারী,
কলমা আমার কপালে টিপ, নাই তুলনা তার॥
হেরা-গুহার হিরার তাবিজ কোরান বুকে দোলে,
হাদিস ফেকা বাজুবন্দ দেখে পরান ভোলে।
হাতে সোনার চুড়ি যে মা
হাসান হোসেন মা ফাতেমা,
(মোর) অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি মা, নবির চার ইয়ার॥

৩৫

আমার হৃদয় শামাদানে জ্বালি' মোমের বাতি।
নবিজি গো ! জেগে আমি কাঁদি সারা রাতি॥
আশমানেরই চাঁদোয়াতলে
চাঁদ সেতারার পিদিম জ্বলে,
ওরাও যেন খোঁজে তোমায় আমার দুখের সাথি॥
দিনের কাজে পাই না সময় তাই নিরালা রাতে
তোমায় পাওয়ার পথ খুঁজি গো কোরানের আয়াতে।
তোমায় পেলে পাব খোদায়
তাই শরণ যাচি তোমারি পায়
পাওয়ার আগে জেগে থাকি প্রেমের শয্যা পাতি॥
ঝরলে পাতা ডাকলে পাখি
চমকে ভাবি তুমি নাকি ?
মসজিদে যাই গভীর রাতে খুঁজি আঁতিপাঁতি
রোজহাশরে পাব দেখা মোরে সবাই বলে
তোমার বিহনে আমার ঘুম নাই নয়নে,
মোর জীবনে রোজ কিয়ামত আসে প্রতিপলে,
বিষের সমান লাগে আমার দুনিয়ার যশ-খ্যাতি॥